দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 APR 1987
পৃঃ ৭ কলাম ৭

প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ

আগামী ৮ মে থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে সেজন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহে অসদুপায় অবলম্বন রোধ এবং ভুয়া প্রশ্নের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও ভুয়া প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বিপাকে ফেলেছিল। অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা এবং দুষ্টচক্রের কবলে পড়ে স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা ভয়াবহ দুরবস্থার শিকার হয়েছিল। এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ২২ জন শিক্ষক এবং ২ জন ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তদন্ত কমিটি এসএসসি'র প্রশ্নপত্র ফাঁসের ৬টি উৎস চিহ্নিত করেছে। চিহ্নিত উৎসগুলো হচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড, প্রশ্ন প্রণয়নকারী, প্রশ্ন মডারেটর, বিজি প্রেস, ট্রেজারী এবং প্রশ্নপত্র বহনকারী ব্যক্তিবর্গ। প্রশ্নপত্র ফাঁসের উৎস চিহ্নিত করার পর আর যাতে বিশৃংখলা ও কেলেংকারির জন্ম না হয় এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সতর্ক থাকবে বলে সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ, প্রশাসক, থানা, গোয়েন্দা বিভাগও সতর্ক থাকবেন আশা করা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে শৃংখলা ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস কমবেশী সব সময় হতে দেখা যাচ্ছে। এর সাথে একটি প্রভাবশালী মহল এবং কিছু অসৎ শিক্ষকের যোগসাজশ থাকে। সারা বছর লেখাপড়ার সাথে সম্পর্কহীন কতিপয় ছাত্রের স্বার্থে বৃহত্তর ছাত্র সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি সাধনের চেষ্টাকারীদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু প্রতি বছর কোথাও না কোথাও প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। এতে একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী সুফল লাভ করছে আর প্রকৃত মেধাবানরা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ফলাফলের ক্ষেত্রে। এবার এসএসসি'র প্রশ্নপত্র ফাঁস ছিল বড় আকারের কেলেংকারি। স্বাধীনতা পরবর্তী কয়েক বছর বাদে পরীক্ষা ক্ষেত্রে এত বড় নৈরাজ্যকর বিশৃংখল পরিস্থিতির উদ্ভব হতে দেখা যায়নি। এত কিছুর পরও যেহেতু পরীক্ষা কেলেংকারির উৎস চিহ্নিত হয়েছে এবং অপরাধী সনাক্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেহেতু আমরা আসন্ন পরীক্ষাসমূহের ব্যাপারে আশাবাদী হতে চাই যেন পরীক্ষা ক্ষেত্রে আর কোন বিশৃংখলা, অনিয়ম, দুর্নীতি প্রশ্রয় না পায়। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় শিক্ষক, ম্যাজিস্ট্রেট জড়িত থাকার ঘটনা খুবই দুঃখজনক এবং দুর্ভাগ্যজনক। যারা ন্যায়নীতি ও আদর্শের ধারক হিসাবে সমাজে স্থান পান তাদের কাছে জাতির প্রত্যাশা অনেক বেশী। এ প্রত্যাশা ভঙ্গ হওয়ার অর্থ হচ্ছে সমাজের অবস্থান ভঙ্গুর পথে ধাবমান হওয়া। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনিতেই নানা কারণে ক্ষয়িষ্ণু। এর মাঝে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের মত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হলে ছাত্র সমাজ গভীর সংকটে আবর্তিত হতে বাধ্য। কাজেই আমাদের জাতীয় স্বার্থেই এই পরীক্ষা দু'টি নিরুপদ্রবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হোক—এটা সকলেই কামনা করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষতঃ পরীক্ষার হলে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা, নকল বন্ধ করা, প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করা, অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার পদক্ষেপ সব সময় ধন্যবাদার্হ। এ বিষয়ে যতদূর সম্ভব সাফল্য অর্জনের তৎপরতা প্রদর্শনই কাম্য। শিক্ষা ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ছাত্র ও অভিভাবকের আস্থা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। ছাত্ররা স্বস্তির সঙ্গে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।